মানবপ্রেমী আহমদ শরীফ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

ড. ফাতেমা রেজিনা*

সার-সংক্ষেপ

উদার মানবতাবাদে বিশ্বাসী আহমেদ শরীফের 'মানবতাবাদী দর্শন' গণতন্ত্র, ন্যায় ও কল্যাণের যৌগিক সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। তিনি গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পূর্ব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গণ অধিকারের দাবিতে আহমেদ শরীফ সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিক্ষা, চিন্তা মানবতাবাদের সমৃদ্ধতম চেতনার সাথে সংমিশ্রিত হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎসের (secondary sources) সাহায্যে রচিত বর্তমান প্রবন্ধে সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পশ্চাৎপদতা, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী অপসংস্কৃতি, শ্রেণী-শোষণের প্রসঙ্গ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আহমেদ শরীফের মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনাকে সমাজবৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভূমিকা

আহমদ শরীফ একজন সত্যপন্থী লেখক, যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষক ও মানবতাবাদী পণ্ডিত ছিলেন। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কলমযোদ্ধা হিসেবে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। আহমদ শরীফ বিপরীত স্রোতের চিন্তায় এগিয়েছেন একক সংগ্রামীর ভূমিকা নিয়ে। উদার মানবতাবাদে তিনি পুরোপুরি আস্থাশীল ছিলেন। গণতন্ত্র, ন্যায় ও কল্যাণের যৌগিক সমন্বয়ে তাঁর মানবতাবাদী দর্শন গড়ে উঠেছিল। মানবমুক্তির পথ প্রদর্শনে আহমদ শরীফের সুচিন্তিত অভিমত রয়েছে বিভিন্ন রচনায়। পীড়নবাদী শক্তিমত্তাকে আহমদ শরীফ আজীবন ঘৃণা করেছেন। গণমুক্তির লক্ষ্যেই আহমদ শরীফ পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র স্বদেশবাসীর মৌলিক চাহিদা পূরণ কামনা করেছেন। তিনি নারীমুক্তি চেয়েছেন নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতা ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে। বলাবাহুল্য, নারীমুক্তি সামাজিক মুক্তিরও পথ। সৌজন্যবোধ ও সুরুচিকে আহমদ শরীফ সংস্কৃতির অঙ্গ ভেবেছেন যেখানে মুক্তচিন্তাই প্রগতির পন্থা হিসেবে ক্রিয়াশীল। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশকের দৈশিক, কালিক, আন্তর্জাতিক ও ব্যক্তিক ভাবনায় আহমদ শরীফের মানবতাবাদী চেতনা খুঁজে পেয়েছে নতুন মাত্রা। সর্বোপরি ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি মানবতাবাদের সমৃদ্ধতম ধারার সাথে একাত্ম হয়েছেন।

জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি আহমদ শরীফ চট্টগ্রামের সুচক্রদণ্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যে পরিবারে আহমদ শরীফ জন্মেছিলেন সে পরিবারে শিক্ষার আলো ঢুকেছিল উনিশ শতকেই। তাঁর ষষ্ঠ পূর্ব-পুরুষ কাদের রাজা (১৭২০-১৭৯০)। কাজী দৌলতের 'সতী ময়না লোরচন্দ্রানী' পুঁথিটি তিনি নিজ হাতে নকল করেছিলেন[১]। প্রবেশিকা পাশ করে আহমদ শরীফ ১৯৩৮-এ ভর্তি হন চট্টগ্রাম কলেজে। ১৯৪২-এ বিএ পাশ করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। এ সময় তিনি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহিতলাল মজুমদার, গণেশচরণ বসু, আশুতোষ

* অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, জসীম উদ্‌দীনকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন। এমএ পাশ করার পর দুর্নীতি দমন বিভাগে চাকরি পান তিনি। সেখানে দুর্নীতি দমনের চেয়ে সম্প্রসারণের উদ্যোগই বেশি বলে চাকরিতে যোগ না দিয়ে ১৯৪৫ সালে লাকসামের নওয়াব ফয়জুন্নেসা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে যোগ দেন তিনি। ১৯৫০ সালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের কাছে তাঁর পুঁথিসমূহ কেনার আবেদন জানান। সাহিত্য বিশারদ বিক্রয়ের বদলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথি দান করার সিদ্ধান্ত নেন।

এ অমূল্য পুঁথিগুলো পড়া এবং চর্চার আগ্রহ নিয়েই আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সহকারী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালে আহমদ শরীফকে অস্থায়ী লেকচারার (১৯৫২-৫৩) পদে নিয়োগ করা হয়। অল্পদিন পরেই ওই পদ থেকে বিচ্যুত হয়ে পুনরায় দীর্ঘদিনের (১৯৫৩-৫৭) জন্যে রিসার্চ এসিসট্যান্ট পদে নিযুক্ত হন। আবার লেকচারার হন ১৯৫৭ তে। রিডার পদে নিযুক্ত হন ১৯৬৯-এর এপ্রিলে। স্বাধীনতার পর বায়ান্ন বছর বয়সে ১৯৭২-এর শেষ দিকে লাভ করেন অধ্যাপক পদ। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৬৭ সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'সৈয়দ সুলতান : তার যুগ ও তার গ্রন্থাবলী' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে। ১৯৮৩ সালের ৩১ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আহমদ শরীফ অবসর নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে তিনি সিন্ডিকেট সদস্য, সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবের সভাপতি এবং কলা অনুষদের চার মেয়াদের ডীন ছিলেন[২]।

১৯৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক 'নজরুল অধ্যাপক' পদে যোগ দেন। ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই ছিলেন। দীর্ঘ গৌরবোজ্জ্বল কর্মজীবনে আহমদ শরীফ অর্জন করেছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৮), একুশে পদক (১৯৯১), Association of Bangladesh First Humanist Award (১৯৯১), রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিলিট (১৯৯৩) সহ আরো কিছু পুরস্কার। আহমদ শরীফ চল্লিশের দশক থেকে নব্বইয়ের দশকের শেষ অবধি সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৫১ টি প্রবন্ধগ্রন্থ এবং ৪৫টি মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন[৩]।

এ পর্যন্ত আহমদ শরীফকে নিয়ে রচিত হয়েছে ৬টি গ্রন্থ ও দুইটি অপ্রকাশিত পিএইচডি গবেষণা। সাহিত্য, ভাষা, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাকার বহু মানববাদী বিদ্যা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন। তবে তাঁর সব লেখার কেন্দ্রবিন্দু ছিল দেশ, জাতি, মানুষ, মানবতা আর স্বাজাত্যবোধ। আহমদ শরীফ ১৯৯৯ এর ২৪ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকে আহমদ শরীফ খুব স্বাভাবিক বলেই ভাবতেন। তবে এ পৃথিবীকেও তিনি ভালোবাসতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য : "...মরে যাওয়া খুব সহজ বলে মনে করি। তবে আমি এই জীবনকে সত্য বলে মানি। ...জীবন এক ঐশ্বর্য। হারাতে চায় কে?"[৪]

ক. ব্যক্তিজীবন ও মানবচেতনা

আহমদ শরীফ উদার মানবতাবাদে পুরোপুরি আস্থাশীল ছিলেন। গণতন্ত্র, ন্যায় ও কল্যাণধর্মের যৌক্তিক সমন্বয়ে তাঁর দর্শন গড়ে উঠেছিল। ব্যক্তিজীবনের উদারতায় আর মুক্ত আলাপচারিতার মাঝে তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন জনগণের মাঝে। মৃত্যুর পরও নিজেকে মানবকল্যাণের কাজে লাগানোর চেতনা থেকে আহমদ শরীফ বলেছেন : "চক্ষু শ্রেষ্ঠ প্রত্যঙ্গ আর রক্ত হচ্ছে প্রাণপ্রতীক। কাজেই গোটা অঙ্গ কবরে কীটের খাদ্য হওয়ার চেয়ে মানুষের কাজে লাগাই তো বাঞ্ছনীয়।"[৫]

আহমদ শরীফের ছাত্র ও সহকর্মীদের লেখনী থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে মানবচেতনা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। আহমদ কবির বলেছেন, "...তাঁর কর্মের ফসল বিপুল বিশাল ও ব্যাপক। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সক্রিয়। অসংখ্য প্রগতিপন্থী, মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও দেশহিতৈষী সংঘ ও সভা সমিতির সঙ্গে যুক্ত এবং জাতির সংকট মুহূর্তগুলোতে বিবেকী প্রতিবাদী সাহসী কণ্ঠ।"[৬] শ্রেণিকক্ষের বক্তব্যের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আহমদ শরীফ প্রসঙ্গে আবুল কাসেম ফজলুল হক মন্তব্য করেছেন, "অধ্যাপক আহমদ শরীফ বলতেন ...ভেবে দেখ, সমাজের কাছে তোমরা প্রত্যেকে অসংখ্য কারণে ঋণী। কেবল আজকের সমাজ নয়, অতীতের সমাজও। সমাজ না থাকলে, পূর্বপুরুষের আবিষ্কার উদ্ভাবনের সুফল তোমাদের কাছে না পৌঁছালে তোমাদের জীবন কেমন হত, ভেবে দেখেছ? কাজেই শিক্ষা লাভ করে, জ্ঞানী হয়ে জ্ঞানকে সমাজের ও ভবিষ্যত জেনারেশনের কল্যাণে কাজে লাগাবে। ঋণ শোধ করবে।"[৭] শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে মানবিকতার বিকাশ তা আহমদ শরীফের উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৮৮ সালে অনুরাগীদের পক্ষ থেকে আয়োজিত গণসংবর্ধনায় প্রদত্ত ভাষণেও আহমদ শরীফের ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনায় মানবকল্যাণ ও মানবচেতনার এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "আমার প্রতি আপনাদের এ ভালোবাসার মূলে রয়েছে নিঃস্ব নিপীড়িত শোষিত বঞ্চিত গণমানব, যাদের সংস্কার মুক্তির, আর্থিক মুক্তির, সামাজিক মর্যাদার ও রাষ্ট্রিক স্বাধিকারের কথা আমার লেখায় লঘু-গুরুভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। আমরা জানি ও মানি যে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সমাজবিপ্লবের জরুরি ও সহায়ক শক্তি। আমার বাকি জীবন ও আপনাদের চিন্তা কর্ম আচরণ যেন দুস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকে, আমরা যেন অনক্ষরের অবিদ্যার নিঃস্বতার বঞ্চনার শোষণের পীড়নের কবল থেকে গণমানবের মুক্তির সহায় হই।"[৮] মৌলবাদীরা ১৯৯২ সালে আহমদ শরীফকে মুরতাদ হিসেবে ঘোষণা করেছিল। এ সময় থেকে তাঁর ওপর বোমা হামলার আশংকা ছিল। নিজেকে রক্ষার কথা তখনও আহমদ শরীফ ভাবেননি বরং ভাবতেন সেই সব মানুষের কথা যারা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হাঁটতে গেলে তাঁর সাথে আড্ডা দিতেন। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ বলতেন, "আমার সঙ্গে শ'খানেক ছেলে বসে। যদি বোমা ফেটে কারো কিছু হয়, তা হলে আমি তার মায়ের কাছে কী জবাব দেব?"[৯]

আহমদ শরীফের ব্যক্তিজীবন ও মানব-চেতনা প্রসঙ্গে পরিশেষে বলা যায়, মৃত্যু-পরবর্তী অনন্ত জীবন বা আত্মার অবিনশ্বরতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। অথচ আহমদ শরীফ সারা জীবন সৎ ও নীতিসম্মত আচরণ করেছেন। সব রকম অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছেন নরকের ভয়ে নয়, বরং নিজস্ব বিবেকবোধ থেকেই আহমদ শরীফ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

খ. সমাজ-ভাবনা ও মানবচেতনা

আহমদ শরীফ সমাজসচেতন প্রগতিশীল কলমযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর সাহিত্য সাধনা ও সমাজ দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে অবস্থান করেছে ইতিহাস ও সমাজ-চেতনা। মুচি, মেথর, চণ্ডাল, বাগদী, কৈবর্ত, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি নিম্নবর্ণের লোকদের সমঅধিকারের প্রসঙ্গটি তিনি বার বার তুলে ধরেছেন। শ্রমিক, মজুর ও সমাজের সাধারণ পেশাজীবী মানুষের অবস্থান এবং মর্যাদা তাঁর লেখায় আলোচিত হয়েছে। বর্তমান সমাজ থেকে দাসপ্রথা লুপ্ত হলেও মানবগোষ্ঠীর মনোভাব কিংবা জীবনদৃষ্টির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আজও মানুষ গৃহস্থালির কাজে মানব-শ্রম ব্যবহার করছে। কৃষি শিল্প প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের অনেক কৃষক আন্দোলনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আজও কৃষকেরা কৃষিজাত পণ্যের সঠিক মূল্য পায় না। আজও মালিকেরা শ্রমিকদের যন্ত্রের মতো মনে করে। অমানবিক পরিবেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিকেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে। আর এ শ্রম দিয়ে পুঁজিপতি অর্থের পাহাড় গড়ে তুলছে; অথচ শ্রমিককে ভবন ধ্বসে মৃত্যুর মতো পরিণতিও বরণ করতে হচ্ছে। সম্প্রতি গার্মেন্টস কারখানায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হবে। গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আহমদ শরীফ মানবতাবাদী নেতৃত্ব প্রত্যাশা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য : "...এমন কতগুলো সংবেদনশীল মানববাদী কবি-সাহিত্যিক, দার্শনিক,

ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কর্মীর প্রয়োজন যারা ব্যক্তিগত জীবনে ত্যাগ ও নির্যাতন স্বীকারের অঙ্গীকারে এগিয়ে আসবেন, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে বিবেকী ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবার জন্যে।"[১০]

বঞ্চিত ও অত্যাচারিত শ্রেণীর অধিকারের প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ সমাজে নারীদের অবস্থান প্রসঙ্গটি সুস্পষ্টভাবে পর্যালোচনা করেছেন। নারীমুক্তি বিষয়টি আহমদ শরীফ দেখেছেন স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপটে। অর্থনৈতিক মুক্তিই নারীকে সমাজে স্ব-অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবে একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। নারীর অধঃস্তন অবস্থার কয়েকটি দিক আহমদ শরীফ তুলে ধরেছেন যা নিম্নরূপ : এক. বাল্যবিয়ে; দুই. যৌতুক প্রথার প্রসার; তিন. সন্তানের ওপর নারীর অধিকারহীনতা; চার. সন্তান কর্তৃক নারীর নির্যাতন; পাঁচ. ধর্ষণ। আহমদ শরীফ তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন- নারীর একক প্রচেষ্টায় কখনোই নারীমুক্তি ঘটবে না। এজন্য তিনি সরকার, রাজনৈতিক দল, সর্বশ্রেণীর সমাজসেবী ও বুদ্ধিজীবীদের এগিয়ে আসতে বলেছেন। নারীর পূর্ণ মর্যাদা অর্জনের জন্য সমাজের তিন ধরনের দায়বদ্ধতার কথা আহমদ শরীফ উল্লেখ করেছেন : ১. সন্তানদের স্ব স্ব জীবন-সাথী গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে; ২. সমাজতন্ত্র অঙ্গীকার করতে হবে; ৩. মানুষকে কেবল মানুষ পরিচয় গ্রহণ করতে হবে। লৈঙ্গিক কোন পার্থক্য নয় – নারী এবং পুরুষ উভয়ই মানুষ, এ প্রেক্ষিতে চিন্তা করলে সমাজে নারী তার সঠিক স্থানটি অর্জন করতে সক্ষম হবে। সমঅধিকারের প্রসঙ্গটিতে আহমদ শরীফের মানববাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি বিশ্লেষন করলে দেখা যায় আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পশ্চাৎপদ সমাজ, সাম্রাজ্যবাদী অপসংস্কৃতি, ব্যাপক দারিদ্র্য নারীকে মানুষের মর্যাদা দিচ্ছে না। এর মূলে রয়েছে শ্রেণি-শোষণ, যা সমাজের অসম বন্টনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। দরিদ্র শ্রেণির নারীরা নানা অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হচ্ছে আবার বিত্তবান নারীরাও পুরুষ কর্তৃক অবমাননাকর জীবনযাপন করছে। এ মুহূর্তে মানবতাবাদই নারী-পুরুষের সাম্য আনবে।

গ. রাজনৈতিক চিন্তা ও মানবচেতনা

আহমদ শরীফ কোন প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না। আহমদ শরীফের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেতনা ছিল – রাজনৈতিক ভাবধারা ছিল। তিনি চেয়েছেন গণমানুষের অধিকার যা রাষ্ট্র প্রদান করবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার আগে আমি যেন চোখ মেলে চেয়ে দেখে যেতে পারি যে এদেশে, এ মাটিতে, এ রাষ্ট্রে স্বাধীনতা তার নিঃসংশয় সর্বশেষ সত্যমূল্য ফিরে পেয়েছে... জয় হোক গণমানুষের।"[১১] স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আহমদ শরীফ একাধিকবার কলম ধরেছেন, বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়েছেন। শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশে যখন কোন রাজনৈতিক সংকট মানবতাকে পদদলিত করেছে, আহমদ শরীফ তার প্রতিবাদ করেছেন। ১৯৭২-এ দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী ভূমিকার প্রতিবাদে যে ২৬ জন শিক্ষক যুক্ত বিবৃতি দেন তন্মধ্যে আহমদ শরীফ অন্যতম। ১৯৯০ সালে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের সময় আহমদ শরীফ গঠন করেন 'উপসাগরীয় যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহায়ক কমিটি।' সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে একজন সংস্কৃতিকর্মীর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আহমদ শরীফ প্রগতিশীল চেতনাকে বহন করেছেন। ১৯৬৭ সালে তৎকালীন সরকার রবীন্দ্রনাথকে মুসলিমবিরোধী তথা পাকিস্তানবিরোধী চিহ্নিত করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এর প্রতিবাদে যে উনিশজন বুদ্ধিজীবী খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়েছিলেন আহমদ শরীফ তাঁদের একজন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদযাপনে সরকারের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড বাধা সত্ত্বেও আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে আহমদ শরীফের একটি প্রবন্ধ ছিল। শুধু তাই নয়, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্র-বিরোধিতা ও রবীন্দ্র-বর্জনের সময়কালে আহমদ শরীফ রচনা করেছিলেন ৮টি প্রবন্ধ। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিয়েছেন আহমদ শরীফ। ১৯৭৬ সালে সামরিক শাসনের ভেতরে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের একুশ উদযাপন জাতীয় কমিটির নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। ১৯৮২ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত আহমদ শরীফের প্রকাশিত গ্রন্থে তাঁর প্রতিবাদী সত্তার প্রকাশ ঘটেছে। একই সাথে গণমানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রতিফলনও ঘটেছে এসব রচনায়।

আহমদ শরীফের রাজনৈতিক দর্শন নির্মিত হয়েছে সততা, বিবেকবানতা, গণআন্দোলন, বিজ্ঞাননিষ্ঠা ও সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীলতার সংমিশ্রণে। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রকে তিনি মানবমুক্তির একমাত্র পথ বলে বিশ্বাস করতেন। অবশ্য আহমদ শরীফ মার্কসবাদের সঙ্গে মানবতাবাদকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন।

১৯৮২ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত আহমদ শরীফের যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাতে সরকারি নীতিমালার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সত্তা প্রকাশের পাশাপাশি গণমানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতারও প্রতিফলন ঘটেছে। এ সময়ে তাঁর চৌদ্দটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল যার অধিকাংশই তৎকালীন রাজনৈতিক সংকট ও একজন মানবিক বিবেকবান বুদ্ধিজীবীর কর্তব্যবোধের প্রেক্ষাপটে রচিত। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ গবেষক প্রথমা রায় মণ্ডলের বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য :

"১. আহমদ শরীফ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যক্তিনিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশি ঋণের নির্ভরতার প্রতিবাদ করেছেন, যার ফলে ধনী আরো ধনী এবং গরিব আরো গরিব হচ্ছে। ২. দেশের স্থিতিশীলতা আসে সমাজতন্ত্র কায়েমের মধ্য দিয়ে। ৩. ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীলতা, রাজনীতিতে ইসলামের বিকৃত ব্যবহার, কম্যুনিজম রোধের জন্য ধর্মকে ব্যবহারের অপকৌশল প্রভৃতির উপর আলোকপাত করেছেন আহমদ শরীফ। ৪. প্রতিক্রিয়াশীলতাকে কিভাবে আর্থ-সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ বজায় রাখার কাজে লাগানো হয় তার স্বরূপও তিনি দেখিয়েছেন। ৫. রাজনৈতিক চরিত্রহীনতা দেশকে কিভাবে সামরিক শাসন প্রয়োগের দিকে নেয়, তা সুস্পষ্ট করে দেখিয়েছেন আহমদ শরীফ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোয় দুর্নীতির ক্রমবর্ধমান প্রসারতাও তার রচনায় এসেছে। ৬. বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্র কায়েম না হলেও জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আশা ব্যক্ত করেছেন আহমদ শরীফ। এ প্রসঙ্গে তিনি মনে করেন যথাযথ সুশাসনে সাময়িকভাবে হলেও শোষিত পীড়িত দীন জনগণের আর্থিক যন্ত্রণার কিছুটা উপশম হবে। মানবতাবাদীদের দ্বারা সংঘটিত বিপ্লবই গণমুক্তিকে ত্বরান্বিত করবে – এটাই আহমদ শরীফের প্রত্যাশা। ৭. ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ পরিহার করে আহমদ শরীফ রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন তার বিভিন্ন রচনায়"।[১২] এ বিষয়ে আহমদ শরীফের একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য হলো : "এ আধিমুক্তির এ বর্বরতামুক্তির এ জাঙ্গলিক ও গড্ডালিক স্বভাবের ও আচরণের বিলুপ্তির বা অবসান ঘটানোর একমাত্র উপায় বা পন্থা হচ্ছে : সম্প্রদায় চেতনার বর্জন ও রাষ্ট্রিক জাতিচেতনার একনিষ্ঠ অনুশীলন। এ বর্জন ও অনুশীলন কোন অলীক অসম্ভব কাজ নয়। প্রমাণ বনের হিংস্র বাঘ হিংস্র হাতিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংযত সহিষ্ণু ও অনুগত করে খেলোয়াড় করে তোলে সার্কাসের প্রশিক্ষকরা। মানুষই বা পারবে না কেন সম সহস্বার্থে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকে, অনধিকার চর্চা থেকে বিরত থেকে আত্মসংযমের পরমত সহিষ্ণুতার পরের কর্মাচরণ সহ্য করবার জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি অনুগ নৈতিক সামাজিক নাগরিক জীবন-যাপনের অভ্যাস আয়ত্ত করতে?...মানুষের সমাজে যারা উচ্চাশী তাঁরা যদি যোগ্যতাতিরিক্ত জিগীষু সামান্য কারণেও ক্ষুদ্রস্বার্থে জিঘাংসু হয়ে ব্যক্তিক কিংবা শ্রেণির অথবা দলীয় স্বার্থে বিত্ত বেসাত বা রাজনীতিক মানযশ খ্যাতি ক্ষমতা দর্পদাপট প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের নীতি ও রীতি বর্জনে বিবেকী আদেশ না মেনে চলেন, তা হলেও আমরা সংযত সহিষ্ণু সংস্কৃতিমান সুনাগরিক, সুজন এবং মানবতাবাদী মানুষ হয়ে উঠব। অভিন্ন রাষ্ট্রিক জাতিচেতনা তথা রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদই পারবে সাম্প্রদায়িক চেতনার ও দ্বন্দ্বের বিলুপ্তি ঘটাতে। আমাদের সেক্যুলার গণতান্ত্রিক হতেই হবে, সমাজতান্ত্রিক হওয়া সম্ভব না হলেও।"[১৩]

সমালোচক ও বুদ্ধিজীবীদের কলম থেকে আহমদ শরীফের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা বিশেষ করে মানবকল্যাণ ও গণমুক্তির এ ধারণাটি আরো সুস্পষ্ট হবে :

মিহির আচার্য – "কোনো সরকারি প্রলোভন তাঁর মৌলসত্তাকে মলিন করতে পারেনি। এ প্রলোভন যে কি জিনিস তাগড়া বুদ্ধিজীবীদের পদস্খলনই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ...তিনি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী নন। সম্ভবত মার্কসবাদী না হয়েও মানবতাবাদী হতে বাধা নেই – এই ধরনের বিশ্বাস তিনি পোষণ করে থাকতেন।"[১৪]

আহমদ ছফা – "যে সকল বিষয়ের উপর আলোচনা বাংলাদেশে সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক কারণে নিষিদ্ধ, তিনি সেগুলোর উপরই আলোচনা করেন। ...তিনি যুক্তিবাদী মানুষ। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যুক্তির প্রতিষ্ঠা চান। একটি ধর্মশাসিত দেশে তার ছিটে-ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই বলে, তার বিরুদ্ধে তার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ অনেক সময় হাতুড়ির আঘাতের মতো প্রবল মনে হয়।"[১৫]

"আহমদ শরীফ এমন একজন প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবীর নাম, যিনি বাংলাদেশের প্রতিটি অন্যায়, অবিচার, দমন ও পীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন কখনো সম্মিলিতভাবে, কখনো এককভাবে।"[১৬]

"সরকার বা প্রশাসনের সকল ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে একটি স্বাধীন মর্যাদাশীল জাতির বিবেকীকণ্ঠ হিসেবে তিনি তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন।"[১৭]

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : "তিনি নিজেকে আজীবন সংগ্রামের সাথে যুক্ত রেখেছেন। তিনি কখনো দেশের বাইরে যাননি, যেতে পারেননি; কিন্তু তাঁর যাবার লক্ষ্য ছিল বাইরে নয়, দেশের ভেতরে মানুষের কাছে।"[১৮]

সংকলিত এসব মন্তব্য পর্যালোচনা করলে আহমদ শরীফের রাজনৈতিক দর্শনের কতগুলো দিক চিহ্নিত করা যায়: ১. আপোসহীনতা, প্রথাবিরোধিতা, সংস্কারমুক্ত চেতনা এবং চিন্তায় ভাববাদ, মানবতাবাদ ও মার্কসবাদের মিশ্রণ ও সহাবস্থান। ২. উদারনৈতিক মানবতাবাদী এবং বুর্জোয়া সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর। ৩. দৈনিক সমস্যা ও তা সমাধানের প্রয়াস, দেশের জনগণের সাথে একাত্মতা, দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা। যদিও দীর্ঘসময় আহমদ শরীফকে নেতিবাচক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অতিক্রান্ত করতে হয়েছে, তবু তারই মধ্যে তিনি অকুতোভয়ে এগিয়ে এসেছেন, বিশেষ করে রবীন্দ্র-বিতর্কের সময় আহমদ শরীফ দুঃসাহসিক ভূমিকা রেখেছেন। আর বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিসংগ্রাম, চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য সংকটের সময় আহমদ শরীফ পরিণত হয়েছিলেন জাতির বিবেকী কণ্ঠে। এরশাদের শাসনামলে তিনি আরও তীর্যক, প্রতিবাদী ও দ্রোহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

৯০-এর দশকে দুটি গণতান্ত্রিক সরকার আহমদ শরীফ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। গঠনমূলক কোন ভূমিকা না থাকায় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকার তিনি সমালোচনা করেছেন। ১৯৯৪ সালে যে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হয় তাকে আহমদ শরীফ অভিহিত করেছেন 'জেদাজেদি ও রেষারেষি এবং হার-জিতের লজ্জা গর্বের সংকট সমস্যা হিসেবে'। এতে জনগণের কোন লাভ নেই। অথচ এই কেয়ারটেকার প্রশ্নে তৎকালীন বিরোধীদল হরতাল করে ৬ ঘন্টা থেকে ১০৫ ঘন্টা পর্যন্ত একটানা জনজীবন বিপর্যস্ত করে রেখেছিল। এ সম্পর্কে আহমদ শরীফ বলেছেন – "এ একান্তই দলীয় বিপদ ও সংকট। এতে আমজনতার লাভের স্বার্থ জড়িত নেই। জড়িত রয়েছে প্রত্যেকের স্বার্থের ক্ষতি এবং তা প্রাত্যহিক জীবনে ভাত-কাপড় ও অর্থ অর্জনের বাধা রূপেই বিদ্যমান। এই মুহূর্তের সংসদীয় সংকটের মূলেও রয়েছে আমার মনে হয় রাজনীতিকদের সংস্কৃতি, সুরুচি, মানবকল্যাণ-চেতনাহীনতা, দেশপ্রেম ও মানবসেবা প্রবণতার অননুশীলনজাত শূন্যতা"।[১৯]

আর এই শূন্যতা পূরণের জন্য প্রয়োজন – "আমাদের রাজনীতিক জীবনের শুরু থেকেই রাজনীতিকে পেশা হিসেবে বরণ করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নিতে হবে, হতে হবে দেশপ্রেমী, মানবদরদী, গণসেবী, গণকল্যাণকামী, জনসংযোগে সদা উৎসাহী বিবেকী ন্যায়নিষ্ঠ যুক্তিবাদী ও সজ্জন।"[২০]

পরিশেষে আহমদ শরীফের রাজনৈতিক চিন্তা ও মানবচেতনা প্রসঙ্গে বলা যায়, আহমদ শরীফ ব্যক্তিগত জীবনে যা বিশ্বাস করতেন, কর্মে ও চিন্তা প্রকাশের ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব সময় থেকেই তিনি সর্ব মহলে পরিচিত হয়েছিলেন প্রথাবিরোধী বিদ্রোহী হিসেবে। আহমদ শরীফের সেই দ্রোহ-ক্ষোভ উচ্চারিত হয়েছে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অন্যায় ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে, সামরিক সরকারের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে সরকারের প্রতিটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকে নস্যাৎ করার অভিপ্রায়ে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়ে দেশের গণতান্ত্রিক মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে জাতির বিবেকের ভূমিকা নিয়ে আজীবন লড়াই করেছেন আপোসহীন সমাজ ও জাতি গঠনে।

ঘ. ভাবনায় জনকল্যাণ ও মানবতাবোধ

যুগ যুগ ধরে মানুষ কেন নির্বিশেষে মনুষ্যত্বের মর্যাদা ফিরে পায়নি? কেন মানুষ পশুর চাইতেও অধম জীবন-যাপন করছে? কেন মানুষ অন্ন, রোগে পথ্য, দুর্যোগে ত্রাণ থেকে বঞ্চিত? কেন মানুষ সুযোগ-সন্ধানী নিজ প্রজাতির মানুষ দ্বারা নির্যাতিত? এ মানবতার অবমাননা উদ্বিগ্ন আহমদ শরীফকে বিবেকী করেছে। আচারিক ধর্মানুগত্য, শাস্ত্রনিষ্ঠ পুরাতনপ্রীতি, আস্তিকতা, উগ্রজাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রিক সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদী চেতনা, সন্ত্রাস, তথাকথিত গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, ক্ষমতার রাজনীতি, শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়কে জনকল্যাণে মানবতাবিরোধী বলে অভিহিত করেছেন আহমদ শরীফ। তিনি আজীবন মানব-হিতৈষী মানুষ। সামান্য কীট-পতঙ্গের অবমাননাও সহ্য করতে পারতেন না আহমদ শরীফ। তিনি আঁতকে উঠতেন, "আমাদের ঘরে ঘরে প্রতিনিয়ত চলছে হত্যাকাণ্ড, আমরা মশা মারি, মাছি মারি, পিঁপড়ে মারি, ছারপোকা মারি, আর মারি তেলাপোকা, কৃচিৎ ইঁদুরও। আর খাদ্য হিসেবে পশুপাখি ও সবজি হিসেবে ফল-উদ্ভিদও মারি। কাজেই হত্যা দিয়ে, হননক্রিয়া দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জাগ্রত মুহূর্তগুলো কাটে। এরপরেও হননপ্রবণ মানুষের সাধ মেটে না, সামান্য কারণে স্বপ্রজাতির মানুষকে হত্যা করে ব্যক্তিক মানুষ, গৌত্রিক মানুষ, জাতির মানুষ, রাষ্ট্রিক মানুষ লাভ-লোভ, স্বার্থ ঈর্ষা হিংস্রতা কিংবা আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রসারের গরজে। অন্য প্রাণীর ভাষা মানুষ বোঝে না। অথচ একই ভাষা-ভাষী হয়ে মানুষ ক্রোধে বাবা-মা-ভাই-বোনকে হত্যা করে, লোভে অথবা অভাবে নরহত্যা করে, যৌন চাহিদা চরিতার্থ করার জন্যই নারীর ইজ্জত কেড়ে নেয়।"[২১]

আচারিক ধর্মানুগত্য ও উগ্র জাতীয়তাবাদকে আহমদ শরীফ মানবকল্যাণের অন্যতম বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ সম্পর্কে আহমদ শরীফ বলেছেন – "আচারিক ধর্মানুগত্য ও উগ্রজাতীয়তাবোধই মানবপ্রীতি ও মানবতাবোধ বিকাশের বড় বাধা, আজকে মানব-সমস্যার মূল কারণ। প্রীতি বিনিময়ে কারো অনীহা নেই – এ বিশ্বাসে আমরা মানুষকে আহ্বান জানাই, সংস্কারমুক্ত চেতনা, চিন্তা ও বুদ্ধি দিয়ে জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে। কামনা করি, বিবেক ও যুক্তি তাদের দিশারি হোক। কৃত্রিম আচারিক ধর্ম, উগ্র জাতীয়তা পরিহার করে তারা বিবেকের ধর্ম ও মানুষের অভিন্ন জাতীয়তায় আস্থা রাখুক। তাদের চিত্তলোকে প্রীতি ও সহিষ্ণুতার চাষ হোক, সেই সাফল্যে তাদের চিত্তলোক ভরে উঠুক। মানবতাই মানব ধর্ম – এ বোধের অনুগত হোক তাদের চিন্তা ও কর্ম। মানুষের মুক্তির অন্বেষণ সফল ও সার্থক হোক।"[২২]

মানুষ জন্মসূত্রে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে যেভাবে বড় হয় তাই তারা বিশ্বাস ও সংস্কার হিসেবে গ্রহণ করে। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি দিয়ে এ বিশ্বাস ও সংস্কারকে কখনও যাচাই-বাছাই করে না। যদি একজন ব্যক্তি প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে সংস্কারের ঊর্ধ্বে গিয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্লেষণ করতো তাহলে তা সৃষ্টিশীল, বিবর্তনশীল ও পরিবর্তনশীল হতে পারতো। আহমদ শরীফ বিশ্বাস ও সংস্কারকে প্রশ্নহীন যুক্তিহীন বলে অভিহিত করেছেন, যা একজন আস্তিক ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্যই আস্তিক মানুষের শাস্ত্রিক বিশ্বাসজাত মনুষ্যত্ব ছাড়া অন্য কোন মনুষ্যত্ব থাকে না। আহমদ শরীফ উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন ইহুদীর মনুষ্যত্ব সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার অবিকশিত পশ্চিম এশিয়ার প্রান্তসীমার প্রাকৃতিক পরিবেশে সৃষ্ট, খ্রিস্টানদের মনুষ্যত্ব দু'হাজার বছর আগেকার জেরুজালেমের সমাজ থেকে, হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধের মানবতা তিন ও আড়াই হাজার বছরের পুরনো, মুসলমানের মানবতা দেড় হাজার বছর আগেকার মরু-আরবের চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতির ফসল। তাই যথার্থ শাস্ত্রনিষ্ঠ আস্তিক মানুষের চিন্তা-চেতনায় ও মননে কোন সমকালীনতার চেতনা কাজ করে না। আবার শাস্ত্রপন্থীরা স্ব-ধর্মে যেমন আস্থাশীল তেমনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান বিপরীতমুখী। আহমদ শরীফ মানবতার বিকাশের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাকে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, "এ মুহূর্তে মানবতার বৈনাশিক শক্তিতত্ত্ব মহাশত্রু হিসেবে অপ্রতিরোধ্য গোটা পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক চেতনা সম্পৃক্ত মৌলবাদ। মৌলবাদ সাম্প্রদায়িক না হয়েই পারে না, তাদের সে সাম্প্রদায়িকতার উৎস তাদের স্বশাস্ত্রনিষ্ঠ। তার প্রকাশ ও প্রসার ঘটে ভিন্নমতের পথের ও সিদ্ধান্তের স্বজাতি স্বধর্মীর বিরুদ্ধে রক্তক্ষরা প্রাণহারা লড়াইয়ে। ভিন্ন মতের

পথের ও সিদ্ধান্তের দলের প্রতি হিংসা ঈর্ষা প্রসূন রূপে তাদের জান-মাল-গর্দান নেয়া, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে হামলা করা, তাদের আর্থিক জীবন ও স্বাধীন নাগরিক চেতনা বিপন্ন রাখা, সন্ত্রস্ত অপমানিত উনজনের মধ্যে অস্বস্তিজাত মানসিক পীড়া সৃষ্টি করা প্রভৃতি রূপ-কথা-কর্ম-আচরণের নাম হচ্ছে প্রকাশ্য ও সক্রিয় সম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতা শ্বাপদ প্রাণি প্রজাতির স্থূল প্রবৃত্তিক চেতনামাত্র। এ 'তমস' ও তামস লজ্জার, অমানবিকতার লক্ষণ। সাম্প্রদায়িকতা মনুষ্যত্বের বিনাশক।"[২৩]

আহমদ শরীফ রচিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনাগুলো বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায়, তিনি ক্রমশ নিজেকে জনগণের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। সৌন্দর্য-চেতনা থেকে জীবন-চেতনায়, জীব থেকে মানুষে আহমদ শরীফ চলে এসেছেন এবং মানুষের মনের-আত্মার-জীবনাচারের সৌন্দর্য যেমন তিনি কামনা করেন, সেই সঙ্গে নৈতিকতার প্রসঙ্গটিকেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। সংস্কৃতিকে তিনি তার রচনায় ব্যবহার করেছেন গণসচেতনতা বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে। দায়বদ্ধ বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালনে অগ্রণী আহমদ শরীফের অধিকাংশ রচনারই মূল লক্ষ্য মানবতা ও গণমুক্তি এবং জনকল্যাণ। সংস্কৃতি প্রত্যয়টিকে আহমদ শরীফ একটি অভিন্ন শব্দ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, যা হল 'মানব সংস্কৃতি'। এর অন্য নামকে তিনি মানবতা বলেছেন। মানবতা ও সংস্কৃতিমানতা এ শব্দ দুটো আহমদ শরীফের দৃষ্টিতে অভিন্নার্থক। দৈশিক, গৌত্রিক, ধার্মিক, জাতিক, আঞ্চলিক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য কখনও মানবকল্যাণ বয়ে আনবে না বরং বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক অভিন্ন মানব-সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বে মানবতার বন্ধন গড়ে তুলবে। আহমদ শরীফ এ প্রসঙ্গে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন সমাজে একজন ব্যক্তি যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ তেমনি একজন ব্যক্তিও দেশের অঞ্চলের ও বিশ্বের নাগরিক হতে পারে। এভাবে মানবতার সংস্কৃতি চর্চা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে মানব ঐক্য আনয়ন করবে – সাম্প্রদায়িকতার কালো থাবা থেকে মুক্তি লাভ করবে বিশ্বের সকল মানুষ।

দেশ-জাত-ধর্ম-বর্ণের পরিচয় মানুষ সগর্বে প্রচার করে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে আস্থা থাকার পরও কেউ হিন্দু কেউ খ্রিস্টান কেউ মুসলমান অর্থাৎ ধর্মের পরিচয়ে মানুষ নিজেকে অপরের কাছে পরিচিত করে তোলে। আহমদ শরীফ এ সবের উর্ধ্বে মানুষ পরিচয়কে বড় করে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি উল্লেখযোগ্য – "আমরা কেবল শাস্ত্রনিষ্ঠ গোত্রনিষ্ঠ সম্প্রদায়লগ্ন থাকতে চাই। শাস্ত্রিক পরিচয়ে ইহুদী-খ্রিস্টান-জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিম হয়েও থাকতে চাই, নির্বিশেষে মানুষ হতে, মনুষ্যত্বের ঋদ্ধ মানবতায় সিদ্ধ হতে চাই না। অথচ এ যুগের দাবি হচ্ছে, মানুষকে কেবল মানুষ রূপেই গ্রহণ-বরণ করতে হবে জাত-জন্ম-বর্ণ-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতা নির্বিশেষে।"[২৪]

শৈশবকাল থেকে অরি-মিত্র, ভূত-প্রেত, পিশাচ-দানব-রাক্ষস-জিন-পরীতে মানুষের বিশ্বাস সংস্কার যেমন দৃঢ় হয়েছে তেমনি মানুষ বিশ্বাস করে ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ, মন্ত্র-মাদুলি পানি পড়ায় ও যাদু-মন্ত্রে। ফলে মানুষের চিন্তাধারা এমনভাবে আবদ্ধ হয়েছে যে, কোন যুক্তিবাদিতায় সে আশ্বস্ত হতে পারে না। এ অন্ধ বিশ্বাসই মানবতা বিকাশে অন্যতম অন্তরায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অথবা সাম্প্রদায়িক জাতীয়তা রোধকল্পে মানবতা বিকাশের জন্য ব্যক্তিক-নাস্তিক সংস্কৃতিমনা হতে হবে অথবা বৈশ্বিক স্তরে আন্তর্জাতিকতায় উন্নীত হওয়ার জন্য মানুষ পরিচয়কে বড় করে তুলতে হবে। মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা হতে সেকুলার। আহমদ শরীফের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। একটি তাত্ত্বিক বা নৈতিক অন্যটি বৈষয়িক। শিক্ষার নৈতিক দিকটি মানবিক সত্তার উদ্বোধন ও বিকাশের প্রয়োজনে সহযোগিতা করে, মানুষকে দ্বিজ রূপে জন্ম দেয় এবং মন-মননের সৃষ্টিশীল রূপান্তর ঘটায়। শিক্ষার বৈষয়িক দিকটি জীবনের জন্য নিশ্চিত জীবিকার নিরাপত্তা দান করে। আহমদ শরীফ শিক্ষার নৈতিক দিকটিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আশৈশব শিশুকে তিনি সংস্কারমুক্ত বৈশ্বিক মানুষ হবার শিক্ষা দেবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। "শেখানো বুলিতে বা আরোপিত বিশ্বাসে কিংবা নিপুণ যন্ত্রীতে আমাদের আস্থা নেই। অর্জিত জ্ঞানজ প্রজ্ঞায় ও বোধিতে যে মানুষের মন-মেজাজ পুষ্টি ও বিকাশ পায় এই তত্ত্ব আমরা স্বীকার করি। এবং তাই জ্ঞান যে মানবিক গুণের উন্মেষ ও বিকাশ লক্ষ্যে অর্জিত হওয়া উচিত, তাও আমরা স্বীকার করি। মানবিক গুণ বলতে আমরা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ, সামাজিক শ্রেয়ঃচেতনা ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ বুঝি। আবার মানুষের মানসপ্রবণতার বৈচিত্র্য স্বীকার করি

বলেই সব মানুষের সমবিকাশ যে অস্বাভাবিক ও অসম্ভব, জ্ঞান যে সব ক্ষেত্রে শোধনে সমর্থ নয়, তাও মানি। তবু সংস্কার-বদ্ধ জীবনের চেয়ে মুক্ত মনের মানুষই আমাদের কাম্য। কেননা বিশ্বাস-সংস্কার বন্ধ্যা, তার ভবিষ্যত নেই। মুক্ত মনের অঙ্গনে অনুকূল প্রতিবেশে যে-কোনো বীজ উপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই আমরা মাধ্যমিক স্তর অবধি (১৫ বছর বয়স পর্যন্ত) উদার ও সাধারণ শিক্ষানীতির পক্ষপাতী। এ স্তরে থাকবে ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্প সম্বন্ধে সাধারণ জিজ্ঞাসা জাগানোর ব্যবস্থা; বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টির মতো প্রাথমিক সূত্রগুলোর পরিচিতি এবং সর্বপ্রকার সংস্কার মুক্তির আনুকূল্য দান। কেননা আরোপিত বিশ্বাস-সংস্কার মানুষের চিন্তাশক্তিকে বন্ধ্যা রাখে, আর মানুষকে করে ভীরু। সততা সহযোগিতা সহিষ্ণুতা, সময় ও নিয়মানুবর্তিতা, স্বাস্থ্য, দায়িত্ব-চেতনা, কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতির মূল্য-চেতনা হবে উক্ত শিক্ষার প্রসূণ ও ফসল। এক কথায় জীবন প্রতিবেশ এবং সমাজ সম্পর্কে কল্যাণকর নিরূপিত স্বচ্ছ দৃষ্টিদানই হবে শিক্ষার লক্ষ্য"।[২৫]

আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে আহমদ শরীফ মানবতাবিরোধী বৈরিতা সৃষ্টির শিক্ষা ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। আহমদ শরীফ আজকের দিনের শিক্ষা সমস্যার কতগুলো দিক নির্দেশ করেছেন যা মানুষ্যত্ববিকাশে বাধা স্বরূপ :

১. আহমদ শরীফ ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন। তিনি মনে করেন ধর্ম পুরনো নীতিবোধকে আঁকড়ে ধরে থাকে। জ্ঞান হচ্ছে প্রবহমান যার উন্মেষ বিকাশ প্রসার বিবর্তন ও রূপান্তর রয়েছে। যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না বলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় কখনই সম্ভবপর নয়।

২. শিক্ষা ব্যবস্থাকে সব সময়ই রাজনৈতিক নেতারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা ও সুস্থ জীবনে বিপর্যয় ঘটানোর জন্য একেক সরকারের সময় নিজেদের মনগড়া শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয় নিরীহ জনগণের ওপর।

৩. পৃথিবীর কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না। বরং শিক্ষাব্যবস্থা জীবন-জীবিকা সংলগ্ন। এ জন্য প্রচলিত শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে কখনই মুক্ত বুদ্ধির চর্চা হতে পারে না।

৪. সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে চায় না। দেশে কোটি কোটি লোক অশিক্ষিত থাকলেও সরকার তা নিয়ে চিন্তা করে না বরং বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হ্রাস করে নিজেদের স্বার্থকে টিকিয়ে রাখতে চায়।

তবে আহমদ শরীফ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বর্তমান যান্ত্রিক যুগে গণমাধ্যমের দ্রুত প্রসারের ফলে ভাব-চিন্তা কর্ম-মত-আদর্শ কিংবা সংগ্রাম লোকমুখে আর বেতারে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বিশ্বময় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষের চিন্তাচেতনার মধ্যেও দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। কাজেই এখন ব্রিটিশ আমলের মত শিক্ষার মাধ্যমে অনুগত জন তৈরির রাষ্ট্রিক প্রয়াস বৃথা ও ব্যর্থ হচ্ছে।

আহমদ শরীফের শিক্ষাচিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানববিদ্যার প্রসার। বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিদ্যা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মেটায়। মানসজগৎ প্রসারের জন্য প্রয়োজন মানববিদ্যার জ্ঞান অর্জন। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ বলেছেন যে, "নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ মানুষকে নির্বিশেষে মানুষ ও মানববাদী করে তা বহুলাংশে মানববিদ্যার প্রভাব-প্রসূত। প্রাণ থাকলেই প্রাণী, জীবন থাকলেই জীব, তেমনি পরিস্রুত মন থাকলেই হয় মানুষ। মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে মনের ঐশ্বর্য চাই। নইলে জৈব-জীবন অসার। ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতিই মানুষের মনের হীনতা, সংকীর্ণতা, অজ্ঞতা, অসূয়া, অসহিষ্ণুতা ঘুচিয়ে উদার বোধের উত্তরণ ঘটাতে পারে। কেননা প্রজ্ঞা, প্রীতি ও পরিশীলন এবং কল্যাণবুদ্ধির বিকাশ এ মানববিদ্যার উদার অঙ্গনেই সম্ভব"।[২৬]

নব্বই-এর দশকে স্বৈরাচারী সরকার শিক্ষা সংকোচন এবং ইসলামিকরণের যে প্রয়াস চালিয়েছিল তার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন মানবতাবাদী কলমযোদ্ধা আহমদ শরীফ। 'বিদ্যাদানের ও গ্রহণের রূপান্তর ধারা' প্রবন্ধে

সরকার যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বঞ্চনার সৃষ্টি করেছে – তার সমালোচনা করেছেন আহমদ শরীফ। তিনি বলেছেন যে, "দেশে পরাশক্তি নিয়ন্ত্রিত মুৎসুদ্দী-সরকার শিক্ষায় মানুষের জন্মগত অধিকার স্বীকার করে না, অন্তত নানান অজুহাতে মৌল মানবাধিকার থেকে গণমানবকে বঞ্চিত রাখে, যেখানে মানুষের স্বাধীন চিন্তারোধকল্পে মানুষকে অতীতমুখী এবং শাস্ত্রানুগত রাখার সুপরিকল্পিত সরকারি প্রয়াস চলে, যে দেশে কালের দাবি অনুগ যুক্তিবাদে, সামাজিক নীতিতত্ত্বে আনুগত্য কিংবা আত্মমর্যাদা বোধের প্রতীক সংস্কৃতির নৈতিকতা নেই, অনুশীলনের গরজ বোধ পর্যন্ত নেই, সে-দেশে আমাদের বাস।"[২৭] শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবোধের সংকট এবং এ সংকট সৃষ্টিতে সরকার ও আমলাদের ভূমিকাও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। 'আজকের শিক্ষা ভাবনা' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ গণমানুষের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন। অশিক্ষিত মানুষকে সহজেই শোষণ করা যায়। এজন্য সরকার দেশের অধিকাংশ লোককে নিরক্ষর রেখে মুষ্টিমেয় লোকের উচ্চ শিক্ষার জন্য জনগণের প্রদেয় অর্থ খরচ করছে। 'দেশের শিক্ষাতত্ত্বের সূত্রায়ণ' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস, ছাত্র সমাজের রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি প্রবণতা, নকল প্রবণতা, শিক্ষার কালোবাজারি ইত্যাদি জনবিরোধী বিষয় তুলে ধরেছেন। 'নামের শিক্ষা ও কামের শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধেও আহমদ শরীফ দেশের প্রচলিত অন্তঃসারশূন্য উচ্চ শিক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, দেশে প্রচলিত অকেজো উচ্চশিক্ষা পদ্ধতি তথাকথিত শিক্ষিতব্যক্তি তৈরি করে যারা স্বার্থপর, অনুদার, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, দুষ্ট, দুর্জন, দুর্বৃত্ত ও দুষ্কৃতী।

উপসংহার

আহমদ শরীফের সমাজ-ভাবনা মানব হিতৈষণা প্রসূত। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে, শিখা গোষ্ঠী দ্বারা আহমদ শরীফের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তা প্রভাবিত হয়েছে লক্ষণীয় মাত্রায়। মনুষ্যত্ব তথা মানবতার ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে দেখেছেন তিনি। এজন্য প্রকাশ্যে নিজেকে 'নাস্তিক' বলতে দ্বিধাবোধ করেননি। মানবকল্যাণকেই তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে জেনেছেন। এক্ষেত্রে বাউলদের জীবনধারা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। মসজিদ-মন্দির-গির্জা নয় খোলা আকাশের নিচে জাত-বর্ণের ঊর্ধ্বে পৌঁছে বাউলরা যে মিলনমেলা রচনা করে তা সামাজিক সংহতির সহায়ক-শক্তি। মনুষ্যত্ব ও মানবতার উত্তরণকে আহমদ শরীফ সংস্কৃতি বলেছেন। সামাজিক-দৈশিকতার ঊর্ধ্বে পৃথিবীর সব মানুষের জন্য তিনি অভিন্ন সংস্কৃতি প্রত্যাশা করেছেন যা মানব ঐক্য আনয়ন করবে। এক্ষেত্রে শাস্ত্রকে তিনি বড় বাধা হিসেবে দেখেছেন। নির্মোহ চিন্তার ধারক আহমদ শরীফ মৃত্যুতেও মানবকল্যাণের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মরণোত্তর চক্ষুদান করার পাশাপাশি নিজের দেহকেও তিনি উৎসর্গ করেছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের কল্যাণে। ব্যক্তি জীবনে মানবকল্যাণের যে ধারা আহমদ শরীফ বিশ্বাস করতেন মৃত্যু-পরবর্তী জীবনেও তিনি তা অব্যাহত রেখেছেন।

আহমদ শরীফ গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পূর্ব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ, বিবৃতি, সাক্ষাৎকার, ভাষণ এমনকি প্রতিবাদী সমাবেশে গণঅধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। ঔপনিবেশিকতা থেকে নব্বই-এর দশক পর্যন্ত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে আহমদ শরীফ দেখেছেন, 'উঠতি বুর্জোয়া মধ্যবিত্তে'র সমাজে গণমানুষের মুক্তি এখনো আসেনি। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, জবরদখল, জুলুম, পীড়ন, সুদ-ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। আহমদ শরীফ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কার্ল মার্কসের মতো সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তবে যুদ্ধ করে অযথা মানুষ হত্যাকে তিনি মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ বলে অভিহিত করেছেন।

আহমদ শরীফের রাজনৈতিক দর্শনের মূলেও ছিল মানবচেতনা। তিনি সুবিধা আদায়ের জন্য তথাকথিত লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি করেননি। যে রাজনীতি মানবতার অবমাননা করে সে রাজনীতিকে তিনি ঘৃণা করতেন। প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি ও শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি দায়বদ্ধ বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ, একুশে ফেব্রুয়ারিকে শোক

ও ইসলামি লোকাচারমূলক অনুষ্ঠানে রূপদান, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম প্রবর্তন, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার প্রতিটি কার্যক্রমকে আহমদ শরীফ মানবতাবিরোধী বলে প্রতিবাদ করেছেন। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিতেও তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। আহমদ শরীফের রাজনৈতিক দর্শন ছিল গণমুক্তি আর সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা। মৌলবাদীরা আহমদ শরীফকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করে ফাঁসি চাইলেও তিনি তাঁর রাজনৈতিক দর্শন থেকে সরে আসেননি। শুধু দেশের নয়, বিশ্ব মানবতার বিপর্যয়েও আহমদ শরীফ কলম ধরেছেন। ১৯৯০ সালের মধ্যপ্রাচ্য সংকট থেকে নির্বিচারে নরহত্যা, মসজিদ-মন্দির-গির্জা ভাঙ্গা অর্থাৎ যেখানেই মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে আহমদ শরীফ তার প্রতিবাদ করেছেন। আহমদ শরীফ সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশপ্রেমী-মানবদরদী-গণকল্যাণকামী রাজনীতিবিদদের প্রত্যাশা করেছেন, যারা জীবনের শুরু থেকে রাজনীতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করবে।

আহমদ শরীফের শিক্ষা-চিন্তায় মানবিক বোধের প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষার লক্ষ্য হবে মনুষ্যত্ব অর্জন। তিনি মানসজগৎ প্রসারের জন্য মানববিদ্যার জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করেছেন। বস্তুত, আহমদ শরীফের মানবতাবাদী চেতনার অন্যতম দিক শিক্ষা-ভাবনার পরিমণ্ডল সুবিস্তৃত। শিক্ষার মাধ্যমে কিভাবে একটি জাতিকে সুশিক্ষিত করে তোলা যায় তার জন্য তিনি একটি জীবনমুখী শিক্ষানীতির রূপরেখা তৈরি করেছেন। বস্তুত, শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই দেশের মৌলিক শক্তি, প্রজন্ম-পরম্পরায় শিক্ষার প্রভাব ও প্রসারের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। তাই যে কোন দেশের শিক্ষাপদ্ধতি জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা। অথচ শিক্ষার এই শক্তিশালী প্রভাবকে সব সরকার স্বশাসন সুরক্ষার উপায় হিসেবে কাজে লাগায়। ব্রিটিশদের প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন থেকে অদ্যাবধি প্রতিটি শিক্ষানীতি পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। মুক্তবুদ্ধির চর্চার বিকাশ এবং দেশের অধিকাংশ লোককে সুক্ষিত করাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে। এ জন্যই তিনি মানবকল্যাণমুখি শিক্ষানীতি প্রত্যাশা করেছেন।

বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে দেখা দিয়েছে সম্পদের সীমাহীন প্রাচুর্য। অথচ সে তুলনায় মানুষের মানবিক উন্নতি না হয়ে অবনতি হয়েছে। সম্পদ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে অল্প কয়েকটি ধনী রাষ্ট্রে এবং সকল রাষ্ট্রের অল্প সংখ্যক ধনী লোকের মধ্যে। এতে সভ্যতা-সংস্কৃতির যে সংকট দেখা দিয়েছে তা থেকে উত্তরণের জন্য দরকার মানবতা ও জনকল্যাণ।

তথ্য-নির্দেশিকা

১. স্বদেশ চিন্তা সংঘ (২০০০), *দ্রোহের স্মারক*, ১৩ ফেব্রুয়ারি, পৃ. ৩৯।

২. *আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ* (২০০১), ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., পৃ. ২৯৯।

৩. স্বদেশ চিন্তা সংঘ (২০১১), *আহমদ শরীফ স্মারক বক্তৃতা*, পৃ. ৪।

৪. আহমদ শরীফ (২০০৯), *ভাব-বুদ্বুদ*, সম্পাদনা: নেহাল করিম ও অন্যান্য, ঢাকা: জাগৃতি: পৃ. ২১।

৫. স্বদেশ চিন্তা সংঘ (২০১১), ড. *আহমদ শরীফ স্মারক বক্তৃতা ও স্মারক পুরস্কার*, পৃ. ১৮।

৬. আহমদ কবির (২০০৬), 'আহমদ শরীফের বিদ্যাচর্চার প্রধান ভুবন', *আচার্য আহমদ শরীফ*, ঢাকা: সূচীপত্র, পৃ. ২০৫।

৭. আবুল কাসেম ফজলুল হক (২০০১), 'অধ্যাপক আহমদ শরীফ তাঁর শিক্ষকতা এবং স্বজাত্যবোধ ও স্বদেশিকতা', *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি*, অনন্যা, ঢাকা, পৃ. ২৯৯।

৮. আহমদ শরীফ (১৯৯০) *মানবতা ও গণমুক্তি*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., পৃ. ৪০

৯. *আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ* (২০০১), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, পৃ. ৪৮০।

১০. আহমদ শরীফ, (১৯৯০) *মানবতা ও গণমুক্তি*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., পৃ. ১৮৫

১১. আহমদ শরীফ (১৯৯০), *মানবতাবাদ ও ধর্ম নিরপেক্ষতা*, সংকলক : নেহাল করিম, ঢাকা: সন্দেশ।

১২. প্রথমা রায় মণ্ডল (১৯৯৬), *বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব*, কলকাতা; প্রতীক বুকস, পৃ. ৫১।

১৩. প্রথমা রায় মণ্ডল (১৯৯৬), *বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব*, কলকাতা: প্রতীক বুকস, পৃ. ৫১।

১৪. দৈনিক সত্যযুগ (১৯৮০), কলকাতা।

১৫. প্রথমা রায় মণ্ডল (১৯৯৬), *বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব*, কলাকাতা: প্রতীক বুকস, পৃ. ২১০।

১৬. সাপ্তাহিক বিচিত্রা (১৯৮৫), সম্পাদকীয়, ১৩ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা।

১৭. সত্যযুগ (১৯৮৪), ১-৪ কিস্তি, ডিসেম্বর-জানুয়ারি, রবিবারের পাতা, কলকাতা।

১৮. প্রথমা রায় মণ্ডল (১৯৯৬), *আহমদ শরীফ : নির্মোহ চিন্তার প্রতিকৃতি*, কলকাতা: প্রতীক বুকস, পৃ. ২২।

১৯. দৈনিক আজকের কাগজ, ১৯৯৫।

২০. আহমদ শরীফ, (২০০৯) *ভাব-বুদ্বুদ*, সম্পাদনা: নেহাল করিম ও অন্যান্য, সংকলক: নেহাল করিম, ঢাকা: জাগৃতি।

২১. আহমদ শরীফ (১৯৯০), *মানবতা ও গণমুক্তি*, ঢাকা: ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিঃ, পৃ. ১৩।

২২. আহমদ শরীফ (১৯৯০), *মানবতা ও গণমুক্তি*, ঢাকা: ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিঃ, পৃ. ১৭।

২৩. আহমদ শরীফ (২০০৮), *শিক্ষা-সংস্কৃতি-প্রগতি*, সংকলক : নেহাল করিম, ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ, পৃ. ৮৩।

২৪. আহমদ শরীফ (২০০৪), *মানবতাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা*, সংকলক: নেহাল করিম, ঢাকা: সন্দেশ, পৃ. ৩৯।

২৫. আহমদ শরীফ (১৯৯৯), *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ঢাকা: আগামী, পৃ. ৩৯।

২৬. আহমদ শরীফ (১৯৯৩), *সংকট: জীবনে ও মননে*, ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ, পৃ. ১৪৫।

২৭. প্রথম রায় মণ্ডল (১৯৯৬), *আহমদ শরীফ: নির্মোহ চিন্তার প্রতিকৃতি*, কলকাতা: প্রতীক বুকস, পৃ. ৬২-৬৩।